ত্বরা যায় রামচাঁদ ঠাকুরে অনিতে।
উপনীত ত্বরান্বিত রাউৎখামারেতে।।
বালাবাড়ী গেলে মাত্র সর্বজনে কয়।
হেথা বৈস সে ঠাকুর আসিবে হেথায়।।
গিরিধর বালা আছে জ্বরে অচেতন।
রামচাঁদে আনিবারে যাইব এখন।।
পরিশ্রম করি কেন তোমরা যাইবে।
আমরা আনিলে হেথা বসিয়া পাইবে।।
বলিতে বলিতে লোক আনিবারে গেল।
রামচাঁদ ঠাকুরকে সত্বরে আনিল।।
রামচাঁদ ঠাঁই রামকুমার বলিছে।
ভাই মোর গোলোক সে আছে কিনা আছে।।
বড় দায় ঠেকে আসিয়াছি দৌড়াদৌড়ি।
দয়া করে যেতে হ'বে নারিকেল বাড়ী।।
তাহা শুনি রামচাঁদ না কহিল বাক্।
'বাবা হরিচাঁদ' বলে ছাড়ে এক ডাক্।।
হরিচাঁদ হরিচাঁদ বলে ডাক্ ছাড়ে।
হুঙ্কারিয়ে দুই হাতে গিরিধরে ঝাড়ে।।
ডাকে বাবা হরিচাঁদে করি করজোড়।
সজোরে গিরির পৃষ্ঠে মারিল চাপড়।।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে ব্যাধি আরোগ্য হইল।
রোগমুক্ত গিরিধর উঠিয়া বসিল।।
রোগমুক্ত হল যদি সে গিরি বসিলা।
ঝড়িতে লাগিল রামকুমারের গলা।।
বাবা হরিচাঁদ বলে ঘন ডাক ছাড়ে।
রামকুমারের গলা রামচাঁদ ঝাড়ে।।
'দোহাই ওড়াকান্দীর বাবা হরিচাঁদ।'
গলা ঝাড়ে ডাক ছাড়ে যেন সিংহনাদ।।
দণ্ডমাত্র রামকুমারের গলা ঝাড়ি।
বলে 'আমি যাইব না নারিকেল বাড়ী।।
তোমরা গৃহেতে যাও আমি গৃহে যাই।
দেখা গিয়া গোলোকের গলা ফুলা নাই।।'
রামচাঁদ যাহা যাহা ব'লে দিয়াছিল।
বাটীতে আসিয়া সত্য তাহাই দেখিল।।
সেই সব প্রকাশিল বাটীতে আসিয়া।
গোলোক উন্মত্ত হ'ল সে কথা শুনিয়া।।
প্রভুকে দেখিব বলে ওড়াকান্দী যায়।
লোটাইয়া পড়ে গিয়া ঠাকুরের পায়।।
প্রভু বলে 'এতদিন কেন নাহি এলি।
ব্যাধিযুক্ত হ'য়ে কেন এত কষ্ট পেলি।।
এতদিন পরে যদি এলি মম ঠাঁই।
যাও বাপ গৃহে যাও আর ভয় নাই।।
শুনিয়া গোলোক প্রেমে কম্পিত হইল।
অনিমেষ নেত্রে রূপ দেখিতে লাগিল।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজ-ধারী।
পরিধানে পীতাম্বর মুকুন্দমুরারী।
রূপ দেখি ঝরে-আঁখি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
বলে 'আমি আর না করিব গৃহবাস।।
গোলোক বলেন আমি কা'র বাড়ী যা'ব।
চরণে নফর হ'য়ে পড়িয়া রহিব।।'
প্রভু বলে 'ঘরে যাও ওরে বাছাধন।
চিরদিন মোরে ব'লে থাকে যেন মন।।'
গোলোক বলেন হরি চিনেছি তোমায়।
চিরদাস বিক্রীত হইনু তব পায়।।
প্রভু বলে 'বিকাইলি পাইলাম তোরে।
কর গিয়া গৃহকার্য্য যা'ব তোর ঘরে।।
গোলোক চলিল ঘরে প্রভুর কথায়।
সময় সময় ওড়াকান্দী আসে যায়।।
মাসান্তর পক্ষান্তর সপ্তাহ অন্তরে।
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুকে দেখিবারে।।
দশরথ মহানন্দ মাতিল তাহাতে।
গ্রাম্য লোক প্রমত্ত হইল সেই মতে।।
হরিচাঁদ গোলোকের ভাব প্রেমবশে।
আসা-যা'য়া করে প্রভু গোলোকের বাসে।।